গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২০/০৬/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে ৩০ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১০৬৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ১০৪৯.২৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। মে ২০২৩ পর্যন্ত ৮৯০.৭৯ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৩.৭৯%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৩৮.৪৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮২.৯০%। জুলাই ২০২২ হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি ৬১.৭৩%। সভাপতি জানান যে, প্রকল্প সমূহের আর্থিক অগ্রগতি ছাড়যোগ্য অর্থের সাপেক্ষে নিরুপণ করতে হবে। এমনকি অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের কতিপয় অঙ্গ এবং উপঅঙ্গের বরাদ্দ বিভিন্ন হারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সভাপতি ব্যয়যোগ্য অর্থের উপর আর্থিক অগ্রগতি নিরুপণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২৩ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৯২.৮৩ কোটি টাকা। মে ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৮২.৭৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.১৭%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৭৪.৫৫ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯০.০৬%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৭১.০০ কোটি টাকা। মে ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৫৮.৭৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭.৮৫%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪২.৪২ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৭.০৮%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৩৯৯.০৬ কোটি টাকা। মে ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২৪৯.১১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬২.৪২%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২১.৪১ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৮.৭৪%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবমুক্ত করা হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। এ প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮.৯৩ লক্ষ টাকা। যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৫২.৫৩%।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৯৪.৪২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮০.১১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৮%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৬৭.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৬.৯৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৮.৭২ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮৫.৫৫%।

প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, সভাপতি মহোদয় ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার ফলশ্রুতিতে ভুমি মন্ত্রণালয়ের উক্ত প্রকল্পের ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমির অনুমোদন পাওয়া গেছে। তবে অনুমোদন পাওয়া গেলেও ভূমি খাতে বরাদ্দ ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয় মর্মে সভাকে অবহিত করেন। পিছিয়ে পড়া ০৩টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে মে/২০২৩ পর্যন্ত কালুর ঘাটে ০৩ তলার ছাদ হয়ে গেছে, কাজের অগ্রগতি ৫৮%, শিবু মার্কেটে ২ তলার ছাদ হয়েছে, আগামী রবিবার ০৩ তলার ছাদ ঢালাই করা হবে যেখানে কাজের অগ্রগতি ৪০%। রুপপুর পারমানবিক স্টেশনে ৩ তলার ছাদ হয়ে গেছে ৪র্থ তলার কলাম হয়ে যাবে এবং কাজের অগ্রগতি ৬৫%। নির্ধারিত সময় ডিসেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(১) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(২) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প

বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(৩) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০.৮৮ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ জিওবি ১২.০৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩.৮২ কোটি টাকা মোট ২৫.৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে জিওবি অংশে ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৭০ কোটি টাকা মোট ২২.৭১ কোটি টাকা । অগ্রগতি ৮৭.৬৫%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি অংশে ১২.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৪৬ কোটি টাকা মোট ৭০.৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৮৭.৯১%। প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি KOICA এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ২য় ফেজে প্রকল্প নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেন। সভাপতি আরো বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পবিত্র হজ্জ শেষে দেশে ফেরার পর নাটোরে নবনির্মিত ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(১) KOICA এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে ২য় ফেজে প্রকল্প নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	ডিপিপি'র উপর গত ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	গত ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই/২০২৩ মাসের মধ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	গত ০৬-০২-২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্স এর কোড নির্ধারনের জন্য গত ০১/০৬/২০২৩ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ মন্ত্রণালয়
৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০ টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প	বর্তমানে টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট টিম) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তির কারণে এ অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে জুন/২০২৩ মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। ডিপিপি পুনর্গঠনসহ ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করে জুলাই/২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। **<u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>**

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২/০৮/২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮.৯৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০৫৫%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবমুক্ত করা হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৮৫%। মে ২০২৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৮.৯৩ লক্ষ টাকা, যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৫২.৫৩%। সভাপতি প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান যে, চলতি অর্থবছরে প্রকল্পে কত টাকা ব্যয় করতে পারবেন? উত্তরে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পে ছাড়কৃত অর্থ ১৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করতে পারবেন ১১.০০ লক্ষ টাকা এবং ইতোমধ্যে ১০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। সভাপতি কার্যপত্রের তথ্য টেবিলে ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমান সংক্রান্ত ১টি কলাম সংযুক্ত করে তথ্য যুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(১) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি

অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(২) ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) প্রকল্প ০২টি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ০৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গত ২২/০১/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমির অধিগ্রহণের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এবং নতুন করে ভুমি নির্ধারণ তথা অন্যান্য কার্যক্রম সময় সাপেক্ষ হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় প্রকল্প ছাড়া বাকি ০৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত গত ১৫/০৬/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর

৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুর্নগঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

০৭। **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:**

(ক) বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩২৮৩.৬৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৮৩%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫১৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫১১.১৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.২৫%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৯৯.৪৫ কোটি টাকা যা অবমুক্ত অর্থের ৯৭.৭১%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ৫৭৫.০৮ কোটি টাকা এ প্রকল্পে উপযোজনের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রকল্পে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৬৮.২৬৬২ কোটি টাকা। ২২ জুনের মধ্যে আরো কিছু ব্যয় সম্পন্ন হবে। প্রকল্প পরিচালক ৯৯% এর অধিক ব্যয় সম্পন্ন করা যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(২) স্টক শেষ হওয়ার ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৯৮.৮৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৯৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৬.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৭.৬০ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৮৫%। মে, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২.৯৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯০.২৭%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২.৯৭ কোটি টাকা কিন্তু ২০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমান ৪৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম অফিসে লিফট সংযোজনের অনুকূলে ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। চলতি অর্থ বছরে যোগ্য ঠিকাদার না পাওয়ায় লিফট সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। ফলে ৬৪ লক্ষ টাকা লিফট সংক্রান্ত কাজে অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে। একইসাথে লিফট সংযোগে গণপূর্ত অধিদপ্তরের লিফট সংশ্লিষ্ট কাজে বরাদ্দকৃত ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

সভাপতি এ প্রকল্পের অব্যয়িত টাকা একই প্রকল্পের অন্য স্টেশনে ব্যয় করা যাবে কিনা জানতে চান? সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে সকল তথ্য নিয়ে ২১ জুন ২০২৩ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সাথে বসবেন এবং বিকালে সভাপতি মহোদয়কে সর্বশেষ অগ্রগতি প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

এপ্রিল ও মে মাসে অর্থাৎ ৩০ মে পর্যন্ত ৪৭ কোটি ৬০ লাখ টাকার মধ্যে ৪২ কোটি ১৭ লাখ টাকা ছাড়া হয়েছে যা প্রায় ৮৯%। সাধারণত ভৌত অগ্রগতি না হলে টাকা দেওয়া হয় না। তিনি আশা করেন ১৫ জুন ২০২৩ এর মধ্যে প্রায় সব টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্প থেকে চাহিদা দেওয়ার পর ফিজিক্যালি খবর নেওয়া হয়। কারণ ভৌত কাজে খরচ বেশি হয়। প্রথম পর্যায়ে শুরু করা ভবন গুলোর মধ্যে কুঁড়িগ্রাম, শেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা বুঝে নেওয়া হয়েছে। খাগড়াছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ভবন নির্মাণ নিয়ে জটিলতা রয়েছে। সেজন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে গত পিএসসি সভায় আলোচনা করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বিধায় সমস্যাটির আশু সমাধান হবে। গাইবান্ধা প্রকল্পে একটা মামলা জনিত কারণে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। গত ২৯ মে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে একটি প্রতিনিধিদল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জুন ২৩ এর শেষের দিকে শেষ হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মেহেরপুরের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি দেরিতে শুরু হওয়ায় কাজের অগ্রগতি কিছুটা কম হলেও নতুন প্রকল্পগুলোর মধ্যে কাজের অগ্রগতি সবচেয়ে ভালো। প্রকল্পটি জুনের শেষের দিকে মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে উদ্বোধনের সম্ভাবনা আছে বিধায় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ২য় পর্যায়ে যেসব কাজ শুরু হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই জুলাই-সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। সভাপতি চট্টগ্রাম লিফটের ব্যাপারে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) বলেন, চট্টগ্রামের লিফটের ব্যাপারে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী মাসের ০৩ তারিখে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) সভাপতি মহোদয় কে আরেকবার সুযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। কাঙ্খিত দরপত্র পাওয়া না গেলে লিফটের সংস্থান আপাতত বাদ দিয়ে কাজের অগ্রগতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(১) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(২) আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের মতামত নিয়ে

পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পটিকে আগামী অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৫.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৭৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৭%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা, অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৮.১৩ কোটি টাকা। যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৩.৭৭%।মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২.৫০ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৯.৯৯%।সভাপতি খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পে কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, তিনি এ প্রকল্পে আরএডিপি বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকার সাথে উপযোজন করে ১৪.৫০ কোটি টাকা অন্য প্রকল্প থেকে আনা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭.৮২ কোটি টাকা ছাড় যোগ্য। খরচ হবে ৩৭.৬২ কোটি টাকা। ৯৯.৫% ব্যয় হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে;

(২) নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(৩) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা

সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৬৮.৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৩৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৮.০৮ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৮.০৮ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৮৩ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৭.০৮%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য আন্ত:খাত সমন্বয়ের জন্য আবেদন করা হয়েছে । তা অনুমোদিত হলে প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যমান ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(২) মাসভিত্তিক নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে;

(৩) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে;

(গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৫৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় প্রকল্পের কোনো অর্থ ব্যয় করা যায় নি। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, কিছুদিন আগে সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতদিন কাজ বন্ধ ছিল এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা হবে। ইতোমধ্যে ০৩ কোটি টাকা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পে ৩.৫ কোটি টাকা মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। ৮৭-৯০% পর্যন্ত ব্যয় করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(১) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে;

(২) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.৯৭ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০.৯৭ কোটি টাকা। যা আরএডিপি বরাদ্দের ১০০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আরএডিপি বরাদ্দের ২০ কোটি টাকা উপযোজন করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, আগামী বছরের এডিপি হতে এ প্রকল্পের জন্য টাকা লাগবে। তাই এ টাকা ধরা আছে কিনা জানতে চান। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব পরিকল্পনা বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের থোক বরাদ্দ থেকে এ প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ০১ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭০ হাজার টাকা ব্যয়িত হবে।

সিদ্ধান্ত:

(১) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(২) প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭৭.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫.৮৮%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬০.০১ কোটি টাকা, এখান থেকে ৬২ কোটি টাকা উপযোজন করে অন্য প্রকল্পে নেয়া হয়েছে। এতে প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ হয়েছে ৯৭.৮৯ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে আমাদের যাচাই কমিটির সভায় একটি সিদ্ধান্ত ছিল ফায়ারের যে উপকরণগুলোর প্রাক্কলনটা ফায়ার সার্ভিস এ দেখিয়ে ভেটিং নিয়ে নেওয়া হবে। আইজি, প্রিজন এর দপ্তর হতে ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(১) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(২) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(৩) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৭%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৫৩.৪৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭১.২৫%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৭ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৯.৯৩%। উপযোজন করে ১৫ কোটি টাকা অন্য প্রকল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, উপযোজন করার পর মোট বরাদ্দ ৯০.০০ কোটি এর মধ্যে ছাড়যোগ্য ৭৬.৫০ কোটি টাকা এবং ব্যয় যোগ্য ৭০.৫০ কোটি টাকা। তিনি সভায় জানান যে, ৭০.৪৯৭ কোটি টাকা এ প্রকল্পে ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত:

(১) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে;

(২) গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৫.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৫.২৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৩%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৩৭.৫০%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪.৭২ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৮.১৩%। প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। অন্য প্রকল্প থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তন্মধ্যে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বাকী ০৫ কোটি টাকাও ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত:

(১) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মে ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪.৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭.৫০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৭.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৫%। মে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৫০ কোটি টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৩২.৩৫%।প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয় তবে উপযোজন করে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। যা এ প্রকল্পে খরচ করা যাবে।

পূর্ত কাজের ০৭ টি প্যাকেজের মধ্যে ০২টি কাজ চলমান, ০৩টি প্যাকেজের কাজ চুক্তি হয়ে গেছে, এগুলোর কাজ দ্রুত শুরু হবে এবং ০২টি প্যাকেজের টেন্ডার হয় নাই বিধায় এ ০২টি'র কাজ পরে হবে। এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চান, এ প্রকল্পের টাকা কোথায় ব্যয় করা হবে? এ বিষয়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, ০৩টি প্রকল্প থেকে টাকা বিয়োজন করা হয়েছে, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে ৬২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, কারা নিরাপত্তা থেকে ২০ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা এবং জামালপুর জেলা কারাগার হতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। উপযোজন করা হয়েছে খুলনা জেলা কারাগারে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, কুমিল্লা কারাগারে ১৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ই পাসপোর্ট ৬০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ৩টি প্রকল্প হতে টাকা বিয়োজন করে ৩ টি প্রকল্পে টাকা যোজন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(১) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	কারা অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৬-০৪-২০২৩ তারিখের ৮৭ নং স্মারকমূলে High-roof শব্দটি বাদ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এর কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specificaiton) চুড়ান্ত করা হয়েছে। চুড়ান্তকৃত কারিগরি বিনির্দেশ সংযোজিত করে এবং ০৭-০৯-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০-০৫-২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	কারা অধিদপ্তর

সভাপতি মহোদয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

০৯। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১৭৫

তারিখ: ১৯ আষাঢ় ১৪৩০
০৩ জুলাই ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১০) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৫) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
১৬) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
২১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

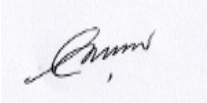

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব